بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তাওয়াক্কুল ইলাল্লাহ্ বা আল্লাহ্-ভরসা সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত কয়েকটি খুতবায় আমি মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা তথা তাওয়াক্কুলের সুউচ্চ মান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ যুগে মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও তাঁর নিজের কর্ম ও শিক্ষার মাধ্যমে সেই আদর্শ অনুসরণ করেছেন আর এখন আমি আপনাদের সামনে তাঁর জীবনাদর্শের আলোকে সেই বিষয়গুলোই তুলে ধরবো।

আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ আস্থার মাধ্যমে প্রকৃত সন্তুষ্টি লাভ:-

হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, কেউ কেউ কেবল পার্থিব উপায়-উপকরণের ওপর নির্ভর করে, অথচ সেসব উপকরণ একসময় নিঃশেষ বা অকার্যকর হয়ে যায়; তাই সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাইতে হয়। অতএব, পার্থিব উপায়-উপকরণ অবলম্বন ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা করার পাশাপাশি আল্লাহ্‌র প্রতিও মনোনিবেশ করা আবশ্যক, যাতে তিনি সেই উপায়গুলোকে ফলপ্রসূ করে তোলেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেন, আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হলো, তাঁর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখা, তাঁর পানে ধাবিত হওয়া এবং তাঁর বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ পোষণ না করা। একইভাবে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাকওয়া ও আনুগত্যের সর্বোচ্চ মান অর্জন করতে হয়, যেমনটি মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা করেছিলেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র সাথে এমন সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন যা আমাদের সামনে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

আবার এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, 'আরও মনে রাখবে, ... যে ব্যক্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখে সে চরম কঠিন পরিস্থিতি ও প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজের অন্তরে প্রশান্তি ও প্রসন্নতা খুঁজে পায়। তার হৃদয়ে কোনো তিক্ততা বা যাতনা অনুভূত হয় না। ...তাই কোনো সাধারণ বিপদ —তা অসুস্থতা হোক বা অন্য কোনো ধরনের বিপর্যয়— কখনোই প্রকৃত কষ্ট বা যন্ত্রণার কারণ হতে পারে না। বরং সেই বিপদকেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হিসেবে গণ্য করা হয় যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ওপর কোনো বিশ্বাস ও আস্থা থাকে না। ... **(ইংরেজিতে অনূদিত মলফূযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৪-৩৮৫)**

আল্লাহ্‌র সত্তায় পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা:-

এ প্রসঙ্গে হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'এমনটা ভেবো না যে, আল্লাহ্ তা'লা দুর্বল। বস্তুত তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। যখন তুমি কোনো বিষয়ে সাহায্যের জন্য তাঁর ওপর ভরসা করবে তখন তিনি তোমার সাহায্যে ও সহায়তায় এগিয়ে আসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে— আল্লাহ্‌ই তার জন্য যথেষ্ট।' **(ইংরেজিতে অনূদিত মলফূযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১)**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেন, যারা আল্লাহ্‌র সত্তায় পূর্ণ আস্থা রাখে তারা পার্থিব দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হয় না। বস্তুত আল্লাহ্‌র ওপর যারা পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখে তাদের উপমা এমন সব লোকের মতো যাদের কাছে বিশাল সম্পদের ভাণ্ডার রয়েছে; কারণ তাদের সন্তুষ্টির ভিত্তি কোনো পার্থিব সম্পদ নয়। ...

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহান আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে আরও বলেন, 'যখন আমার তহবিল শূন্য থাকে তখন মহান আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রেখে যে আনন্দ ও প্রশান্তি আমি অনুভব করি তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার সাধ্যের বাইরে। তহবিল পূর্ণ থাকার সময়ের তুলনায় সেই অবস্থায় আমার মন অনেক বেশি প্রসন্ন ও তৃপ্তি অনুভব করে।' **(ইংরেজিতে অনূদিত মলফূযাত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩)**

দুঃসময়ে দোয়াই হলো মু'মিনের শক্তিঃ —

হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, দোয়ার মাধ্যমেই সমস্ত বিপদ ও কঠিন পরিস্থিতি জয় করা এবং দূর করা সম্ভব। **(ইংরেজিতে অনূদিত মলফূযাত, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪)**

মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: **"আমার নিজের নীতি হলো, নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর মানুষও যদি মোকদ্দমা করে, তবে তাতেও আল্লাহ্‌রই নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং মহান খোদা যা চান, তার (বিচারকের) দ্বারা সেই রায়ই লেখান। মানুষের ওপর ভরসা করা শিরক; বরং যদি একটি নেকড়ের কাছেও মোকদ্দমা যায়, তবে খোদা তাকেও প্রজ্ঞা দান করবেন।"** তাঁর (আ.) বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছিল, কিন্তু মহান খোদার প্রতি তাঁর এত দৃঢ় বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল ছিল যে, এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি (যেখানে শত্রু সফল হতে পেরেছে), আর তাঁর এমন কোনো ধারণাও ছিল না যে, শত্রু কখনো সফলতা লাভ করতে পারবে।

এ ধরনের একটি ঘটনা সম্পর্কে হযরত মৌলভী আবদুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি (রা.) বর্ণনা করেন, আমার খুব ভালোভাবে মনে আছে, যেদিন ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব কাদিয়ানে হুযূর (আ.)-এর বাড়ি তল্লাশি করার জন্য এসেছিলেন এবং আগে থেকে এর কোনো সংবাদ ছিল না। সেদিন সকালে মীর নাসির নওয়াব সাহেব (রা.) কোথা থেকে যেন শুনে ফেলেন যে, আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রেপ্তার করার জন্য হাতকড়িসহ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসা হবে। মীর সাহেব দিশেহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে হুযূর (আ.)-কে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য বাড়ির ভেতরের দিকে ছুটে যান এবং কান্নায় ভেঙে পড়ার কারণে অত্যন্ত কষ্টে এই অপ্রীতিকর বিষয়টি তাঁর সমীপে বর্ণনা করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন নূরুল কুরআন পুস্তকটি লিখছিলেন। অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল একটি বিষয় তখন লেখা চলছিল। তিনি (আ.) মাথা তুলে মুচকি হেসে বলেন, **"মীর সাহেব! মানুষ তো জাগতিক আনন্দে সোনা-রুপার কাঁকন পরেই থাকে, আমরা ধরে নেব যে, আমরা মহান আল্লাহ্‌র পথে লোহার কাঁকন পরিধান করেছি।"** এরপর তিনি (আ.) একটু থেমে বলেন (মহান আল্লাহ্‌র ওপর তাঁর অগাধ তাওয়াক্কুল ছিল): **"তবে এমনটি হবে না। কারণ, মহান খোদার নিজের সাম্রাজ্যেরও কিছু কৌশল ও স্বার্থ রয়েছে, তিনি তাঁর খলীফাগণ ও আদিষ্টগণের এমন অপমান পছন্দ করেন না।"**

আল্লাহ্‌র প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অগাধ বিশ্বাসের দু'টি ঘটনা:—

হুযূর (আই.) বলেন, এক হিন্দু ব্যক্তি —যিনি ছোটবেলা থেকেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে চিনতেন— তিনি সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, তিনি (আ.) কখনোই কোনো ধরনের পার্থিব কার্যকলাপ বা জাগতিক বিষয়ের প্রতি ঝুঁকে পড়েন নি। বরং সর্বদা তিনি মসজিদের গণ্ডিতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতেন। তিনি কখনোই কারো সাথে মন্দ কথা বলেন নি, কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করেন নি, এমনকি ছোটবেলায় খেলার ছলেও কখনো কোনো অসদাচরণ করেন নি।

জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত থাকত। এমনকি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতাও তাঁর ভবিষ্যৎ এবং জীবিকা অর্জনের উপায় নিয়ে দুশ্চিন্তা করতেন। তিনি বিভিন্ন কর্মকর্তা ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মাধ্যমে তাঁকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রস্তাবও দিতেন। এর উত্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, তিনি ইতিমধ্যেই এমন এক সত্তার অধীনে আছেন যিনি সকল কর্মকর্তার কর্মকর্তা, সকল বিচারকের চূড়ান্ত বিচারক এবং যিনি সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তবুও পিতার প্রতি আনুগত্যের কারণে তিনি (আ.) বলেছিলেন, তিনি কাজের সন্ধানও করবেন। এভাবেই তিনি (আ.) আল্লাহ্‌র সত্তায় নিজের গভীর আস্থা প্রকাশ করতেন; এমনকি তাঁর পিতাও এ বিষয়টি মেনে নিয়ে বলেছেন, তাঁর পুত্রের আধ্যাত্মিক মর্যাদা সত্যিই অত্যন্ত উচ্চ আর তিনি তাঁকে ফিরিশ্‌তা হিসেবে অভিহিত করতেন। এই ঘটনাটি বর্ণনা করার সময় সেই হিন্দু ব্যক্তির চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠত।

হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, যদি কখনো কোনো বিচারক বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সামনে উপস্থিত হতে হয় তবে প্রথমে পবিত্র কুরআনের সূচনাকারী সূরা (তথা সূরা ফাতিহা) সাতবার পাঠ করা উচিত এবং আঙুল দিয়ে কপালে সাতবার **'ইয়া আযীয'** (হে পরাক্রমশালী) লিখে নেওয়া উচিত। এর ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাফল্য অর্জিত হয়।

হুযূর (আই.) আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, একবার একটি মামলায় এমন মনে হচ্ছিল যেন ম্যাজিস্ট্রেট নিশ্চিতভাবেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিপক্ষে রায় দিতে যাচ্ছে। তাঁর আশেপাশের সবাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। ঘটনার সারমর্ম হলো:-

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) উক্ত মামলার বিবরণ সম্পর্কে লিখেন, মৌলভী সরওয়ার শাহ্ সাহেব (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ... হুযূর (আ.) গুরদাসপুরের বাড়িতে পৌঁছান এবং তাঁর স্বভাব অনুযায়ী আলাদা একটি কক্ষে খাটের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়েন, কিন্তু সেই সময় আমাদের শরীরের লোম খাড়া হয়ে আসছিল যে, এখন কী হবে! কিছুক্ষণ পর হুযূর আমাকে ডাকলে আমি ভেতরে গিয়ে দেখি, হযরত সাহেব (আ.) তাঁর দুই হাতের আঙুলগুলো একে অপরের সাথে আবদ্ধ করে মাথার নিচে দিয়ে সোজা হয়ে শুয়ে আছেন। আমি যাওয়ার পর তিনি এক পাশে ফিরে, কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে হাতের তালুতে মাথা রেখে শুয়ে থাকেন এবং আমাকে বলেন, **"ম্যাজিস্ট্রেট কী বলেছে সেই সম্পূর্ণ ঘটনাটি শোনার জন্যই আমি আপনাকে ডেকেছি।"**

আমি পুরো ঘটনাটি খুলে বলি যে, ম্যাজিস্ট্রেট এমন এমন কথা বলেছে। হুযূর নীরবে শুনতে থাকেন। তিনি বলেন, "ম্যাজিস্ট্রেট যে বলেছিল, 'এখন শিকার আমার হাতের মুঠোয়', আমি যখন এই 'শিকার' শব্দটিতে পৌঁছি, তখন হঠাৎ হযরত সাহেব উঠে বসেন। তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং তাঁর পবিত্র চেহারা রক্তিম হয়ে যায় এবং তিনি বলেন, **"আমি তার শিকার? আমি শিকার নই, আমি হলাম সিংহ; আর তা-ও আবার খোদার সিংহ! সে কি খোদার সিংহের গায়ে হাত তুলতে পারে? এমনটা করে তো দেখুক!"** এ কথাগুলো বলার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর এতটাই উঁচু হয়ে গিয়েছিল যে, ঘরের বাইরের সব মানুষও চমকে উঠেছিল এবং বিস্ময়ের সাথে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে, কিন্তু ঘরের ভেতরে কেউ আসেনি।

হুযূর কয়েকবার 'খোদার সিংহ' শব্দগুলো উচ্চারণ করেন। আর সেসময় তাঁর চোখ—যা সর্বদা অবনত এবং অর্ধ-নিমীলিত থাকত—সত্যিই সিংহের চোখের মতো বিস্ফারিত হয়ে

আগুনের শিখার ন্যায় জ্বলজ্বল করছিল, আর চেহারা এতটাই রক্তিম হয়ে গিয়েছিল যে সেদিকে তাকানো যাচ্ছিল না। এরপর তিনি বলেন, **'আমি কী করব, আমি তো খোদার সামনে নিজেকে পেশ করেছি যে, আমি তোমার ধর্মের খাতিরে নিজের হাতে এবং পায়ে লোহা পরতে প্রস্তুত, অর্থাৎ হাতকড়া ও বেড়ি পরতে প্রস্তুত; কিন্তু তিনি বলেন যে, না, আমি তোমাকে লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করব এবং সম্মানের সাথে বেকসুর খালাস প্রদান করব।'** এরপর তিনি (আ.) ঐশী ভালোবাসা বা খোদা-প্রেমের ওপর বক্তৃতা দিতে শুরু করেন এবং প্রায় আধা ঘণ্টা যাবৎ প্রবল আবেগের সাথে কথা বলতে থাকেন। যখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই বাক্যগুলো তাঁকে বলা হয়েছিল, তখন তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল (বা খোদার ওপর নির্ভরতা) ছিল যে, যা-ই ঘটুক না কেন, ম্যাজিস্ট্রেট যা খুশি বলুক না কেন, সে কখনোই আমার গায়ে হাত তুলতে পারবে না।"

যাহোক, সেই ম্যাজিস্ট্রেট বলেছিল, 'আচ্ছা, আমি অবশ্যই শাস্তি দেব। সে এখন আমার হাতের মুঠোয় এসেছে।' হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন এ কথা শুনেন, তখন তিনি শুনে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একপাশে ফিরে বলেন, **"খাজা সাহেব, কেউ কি খোদার সিংহের গায়েও হাত তুলতে পারে?"**

পরিণামে আল্লাহ্ তা'লা সেই ম্যাজিস্ট্রেটকে যে শাস্তি দিয়েছেন তা হলো, প্রথমে গুরদাসপুর থেকে তার বদলি হয়ে যায়, এরপর তার পদাবনতি ঘটে। সে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কিংবা এক্সট্রা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ছিল, তাকে কেবল একজন সাধারণ মুনসেফ বা ম্যাজিস্ট্রেট বানিয়ে দেওয়া হয়। আর পরবর্তীতে অন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসে রায় প্রদান করেন এবং সেই রায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুকূলে যায়।

পরিশেষে হুযূর (আই.) দোয়া করেন, প্রত্যেক আহমদী যেন আল্লাহ্‌র ওপর ভরসার ক্ষেত্রে সেই আদর্শ অনুসরণের সামর্থ্য লাভ করে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর মনিব ও অভিভাবক মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে স্থাপন করেছিলেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)